মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কয়েকজন উপ-পরিচালকসহ ১৩ শিক্ষা কর্মকর্তাকে বদলি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এসব কর্মকর্তা ১০/১৫ বছর ধরে রাজধানীতে চাকরি করে আসছিলেন।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এসব কর্মকর্তার বদলির আদেশ জারি করা হয়। গত ৯ জুলাই দৈনিক সংবাদে দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীতে থাকা সরকারি হাইস্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের কোচিং সিন্ডিকেট নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। এরপরই তাদের বদলির উদ্যোগ নেয় শিক্ষা প্রশাসন।

বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে মাউশি'র ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক গৌর চন্দ্র ম-লকে ঢাকার তেজগাঁও শহীদ মনু মিঞা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে, বরিশাল অঞ্চলের উপ-পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমানকে পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, ঝিনাইদহের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোকছেদুল ইসলামকে বরিশাল অঞ্চলের মাউশি'র উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সাখায়েত হোসেন বিশ্বাসকে ঢাকা অঞ্চলের মাউশি'র উপপরিচালক, যশোর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম টুকুকে মাউশি অধিদফতরের সহকারী পরিচালক পদে বদলি করা হয়েছে।

আর মাউশি'র উপপরিচালক একেএম মোস্তফা কামালকে রাজধানীর আরমানিটোলা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মাউশি'র রাজশাহী অঞ্চলের উপপরিচালক ড. শরমিন ফেরদৌস চৌধুরীকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের উপপরিচালক, রাজশাহী পিএন গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তৌহিদ আরাকে রাজশাহী অঞ্চলের উপপরিচালক পদে বদলি করা হয়েছে।

একই আদেশে মাউশি'র রংপুর অঞ্চলের উপপরিচালক মোস্তাক হাবিবকে বগুড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বগুড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবু নুর মোহাম্মদ আনিসুল ইসলামকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপপরিচালক, ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপপরিচালক মো. আখতারুজ্জামানকে রংপুর অঞ্চলের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের উপপরিচালক করা হয়েছে।

এছাড়া আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রহিমা আক্তারকে ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং নড়াইল জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এএসএম. আবদুল খালেককে যশোর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পদে বদলি করা হয়েছে।